বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য সময়সূচি
(২০০৭-২০০৮)

মাত্র ছয় মাস আগে নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের বিপরীতমুখী অবস্থান ও অনমনীয় মনোভাব দেশকে একটি অনিবার্য রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারী জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও দ্বিতীয়বারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা দেশ ও জাতিকে ঐ মারাত্মক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

দায়িত্ব গ্রহনের পরই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ন্যূনতম সময়ের মধ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সরকারের এই লক্ষ্য অর্জ্জনের জন্য, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, একটি দক্ষ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন ছিল অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমার্ধেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অপর দুই কমিশনার নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

পুনর্গঠিত কমিশন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করে সে সমস্ত বাধা উত্তরণের পন্থা ও কলাকৌশল নির্ধারন করে কিভাবে দ্রুত একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচন সমাপ্ত করা যায়, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করে। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কূটনৈতিক ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যান্য অনেকে কমিশনের সাথে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ব্যাপক মত বিনিময় করে। বাংলাদেশের নির্বাচনে আগ্রহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রণীত বহু রিপোর্ট, সমীক্ষা, গবেষনামূলক প্রবন্ধ ও নির্বাচনোত্তর মূল্যায়ন রিপোর্টও কমিশন বিবেচনা করার সুযোগ পায়। সর্বোপরি, ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত অনেকগুলি প্রতিবেদনও কমিশনের হাতে আসে। প্রাথমিক পর্যালোচনার পর একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত হিসাবে দু'টি বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হয় ঃ একটি হোল, নির্বাচনের পরিবেশ ও অপরটি নির্বাচনের পদ্ধতি। কালো টাকা ও পেশী শক্তির প্রভাব নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়কে সৎ ও যোগ্য নাগরিকদের জন্য প্রবেশাধিকার বঞ্চিত করে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের পথকে সুগম করেছে। এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ নির্বাচনের পদ্ধতিকেও কলুষিত করে ভূয়া ভোটার নিবন্ধন, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোট প্রদান ও গণনায় কারচুপি ইত্যাদি অপসংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা নিস্পত্তির ব্যাপারেও একই অরাজক পরিস্থিতি বিদ্যমান। এ সব বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া

আমার উদ্দেশ্য নয়। সমস্যার গভীরতা ও সমস্যা উত্তরণের পন্থা উদ্ভাবনের অপরিহার্যতা তুলে ধরার জন্যই বিষয়গুলির অবতারণা করা হোল।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতার আওতায় নির্বাচনের পরিবেশ উন্নয়ন ও পদ্ধতির সংস্কার শেষে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষিত ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন একটি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সমগ্র কর্মসূচীকে ৪ টি বিষয়ভিত্তিক ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অংশই একাধারে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবার একে অন্যের সম্পূরকও বটে। কমিশনের প্রত্যাশা নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন অংশের কাজ সম্পন্ন করা গেলে, সরকার এবং কমিশনের ঘোষনামত ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে। এক্ষণে আমি বিভিন্ন অংশের কাজ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে চাই যা চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

১. নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ ———— ডিসেম্বর, ২০০৭

এই সময়কালের মধ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে ঃ

(ক) কমিশনের পদস্থ কর্মকর্তাদের বদলী ও সচিবালয় পুনর্গঠন
(খ) কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ
(গ) স্থগিত নির্বাচন উপলক্ষ্যে ব্যয়িত অর্থের হিসাব নিকাশ ও বিল পরিশোধ
(ঘ) কমিশনের দৈনন্দিন কার্য নির্বাহের জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়াদি

নিম্নোক্ত কাজগুলো নিস্পন্নের অপেক্ষায় আছে ঃ

(ক) নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা
(খ) বিতর্কিত ৩০৪ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার যোগ্যতা পরীক্ষার ভিত্তিতে তাদের স্থায়ীকরণ/অপসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত
(গ) নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ
(ঘ) নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবনের নকশা প্রণয়ন
(ঙ) নির্বাচন কমিশনে IT উইং জোরদারকরণ ও কমিশনের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ

২. নির্বাচনী সংস্কার ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ——ফেব্রুয়ারী ২০০৮

আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

নিম্নোক্ত আইনগুলোর সংস্কার সাধন করা হবে ঃ

ক. The Representation of People Order, 1972.
খ. The Electoral Rolls Ordinance, 1982.
গ. The Election Commission (Registration of Political Parties)Rules, 2001.

ঘ. The Conduct of Election Rules,1972.

ঙ. The Parliament Election Code of Conduct for the Political Parties and the Contesting Candidates Rules,1996.

চ. The Electoral Rolls Rules, 1982

এছাড়াও Polling station সমুহের site পুনরীক্ষরণ করা হবে।

রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা ঃ

The Electoral Rolls Ordinance, 1982 ও এর অধীনে Rules বাদে বাকী সব আইনের সংস্কার রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনার অপেক্ষায় আছে। আশা করা যায় আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই আলোচনা সম্ভব হবে। রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স নিয়ে আলোচনাও বিশেষ জরুরী।

৩. ভোটার তালিকা প্রণয়ন ঃ এপ্রিল, ২০০৭————অক্টোবর, ২০০৮

তিনভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব ঃ ম্যানুয়াল, ওএমআর আর ডিজিটাইজড পদ্ধতি। বাংলাদেশে এ যাবৎ ছবি ছাড়া ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসরণ করে ভোটার তালিকা প্রস্তত করা হয়েছে। অল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে এ পদ্ধতিতে ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্ভব। তবে এখানে যান্ত্রিক কোন বাছাইয়ের ব্যবস্থা না থাকায় দ্বৈত ও ভূয়া ভোট সন্নিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। OMR পদ্ধতিতে ছবিসহ কিংবা ছবি ব্যতিরেকে ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্ভব। তবে বার কোডের ব্যবস্থা না থাকলে এখানে ছবি গড়মিলের সম্ভাবনা থাকে। নির্ভুলতার দিক থেকে ডিজিটাইজড পদ্ধতি সর্বোত্তম; তবে ব্যয় বহুল।

নির্বাচন কমিশন সমগ্র জাতির প্রত্যাশা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। শ্রীপুরে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে পদ্ধতিগত ও প্রযুক্তিগত ভুলত্রুটি সংশোধন করে রাজশাহী থেকে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করা হবে। এ কাজে নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হবে ঃ

১২০০০ × ল্যাপটপ

১২০০০ × ফিংগার প্রিন্ট স্ক্যানার

১২০০০ × ওয়েব ক্যামেরা

১২০০০ ×------বাংলা কী বোর্ড ও মাউস

৩০০০ × জেনারেটর

৫০০ × উপজেলা সার্ভার

৫৫০ × উপজেলা ইউপিএস

৫৫০ × উপজেলা প্রিন্টার

১০০ × কেন্দ্রীয় পিসি

২ × কেন্দ্রীয় সার্ভার

২ × ইউপিএস ৫০০০ ডিএ

১ × কেন্দ্রীয় সফটওয়ার

৫৫০ × উপজেলা সফটওয়ার

আনুমানিক ২ লক্ষ তথ্য সংগ্রহকারী ৭.৫ - ৯ কোটি ভোটারের নিবন্ধন ফরম পূরণ করে দেশব্যাপী ৩০,০০০ ভোটার রেজিষ্ট্রেশন সেন্টারে দেড় লক্ষ ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের মাধ্যমে ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত থাকবে। নির্বাচন কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং আরও অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সহযোগিতায় এ কাজ সম্পন্ন করা হবে। তারপরেও আমরা এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র জাতি বিশেষ করে ভবিষ্যত ভোটারদের সম্পূর্ণ সহযোগীতা কামনা করছি।

৪. <u>নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ঃ</u> জানুয়ারী ২০০৮———— জুন, ২০০৮

The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976- এর ধারা ৬(২) অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকাসমূহের আয়তন/আকার নির্ধারিত হয়। উল্লিখিত অধ্যাদেশের ধারা ৮ অনুযায়ী প্রত্যেক আদমশুমারী সম্পন্নের পর জাতীয় সংসদের আসনসমূহের নতুনভাবে সীমানা নির্ধারনের বিধান রয়েছে। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটার সম্বলিত ১০টি ও সর্বনিম্ন ভোটার সম্বলিত ১০ টি আসনের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'- তে দেওয়া হোল। দেখা যাবে যে, আন্তঃ-নির্বাচনী ভোটার সংখ্যার বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট এবং যেহেতু ২০০১ সালের আদম শুমারী রিপোর্ট বহু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, তাই সীমানা নির্ধারণ জরুরী। উপস্থাপিত বিষয়াদি পরিশিষ্ট 'খ'-তে সংযুক্ত করা হোল।

2001 Election.

Maximum Voter of Top most 10 Constituencies

Sl. No.	Number and Name of Constituency	No. of Voter		
		Male	Female	Total
1	184 Dhaka-5	366170	267265	633435
2	190 Dhaka-11	356948	270859	627807
3	194 Gazipur-2	299359	241059	540418
4	183 Dhaka-4	284716	203757	488473
5	286 Chittagong-8	283738	200389	484127
6	185 Dhaka-6	283803	185813	469616
7	270 Noakhali-2	219189	204538	423775
8	287 Chittagong-9	258370	155095	413465
9	193 Gazipur-1	200414	194226	394640
10	188 Dhaka-9	236524	157000	393524

Minimum Voter of Least 10 Constituencies

Sl. No.	Number and Name of Constituency	No. of Voter		
		Male	Female	Total
1	180 Dhaka-1	56632	62670	119242
2	234 Moulavibazar-1	60438	68349	128787
3	271 Noakhali-3	64976	64255	129231
4	111 Barguna-2	66385	67197	133582
5	90 Jessore-6	71849	70180	142029
6	130 Pirojpur-2	72541	69882	142423
7	269 Noakhali-1	73780	73567	147338
8	107 Satkhira-3	74746	74770	149516
9	195 Gazipur-3	78344	75720	154064
10	213 Faridpur-5	78008	76337	154345

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য সময়সূচি (২০০৭-২০০৮)

ক্রম	প্রক্রিয়া অনুষঙ্গ	প্রান্তিক ১, ২০০৭			প্রান্তিক ২, ২০০৭			প্রান্তিক ৩, ২০০৭			প্রান্তিক ৪, ২০০৭			প্রান্তিক ১, ২০০৮			প্রান্তিক ২, ২০০৮			প্রান্তিক ৩, ২০০৮			প্রান্তিক ৪, ২০০৮		
		জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুল	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রি	মে	জুন	জুল	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
১	নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন																								
২	কমিশনারদের নিয়োগ																								
৩	অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন																								
৪																									
৫	নির্বাচনী সংস্কার																								
৬	আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার																								
৭	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা																								
৮	গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা																								
৯	রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা																								
১০	আইনী সংস্কার অনুমোদন ও জারী																								
১১																									
১২	ভোটার তালিকা প্রণয়ন																								
১৩	পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি নির্ণয়																								
১৪	শ্রীপুর পাইলট																								
১৫	আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণে সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও বিন্যাস																								
১৬	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট																								
১৭	মাঠ পর্যায়ের কর্মীবাহিনী নিয়োগ ও পদায়ন																								
১৮	উপাত্ত সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রি																								
১৯	খসড়া ভোটার তালিকা মুদ্রণ, প্রকাশ ও সংশোধন																								
২০	চূড়ান্ত তালিকা মুদ্রণ ও বিতরণ																								
২১																									
২২	নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ																								
২৩	সীমানা নির্ধারণ																								
২৪																									
২৫	নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়কাল																								
২৬	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের নির্বাচন																								
২৭	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন																								
২৮	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন																								
২৯																									
৩০	সংসদীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচি																								
৩১	রাজনৈতিক দল নিবন্ধের সর্বশেষ সময়সীমা																								
৩২	নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও সংসদ নির্বাচন																								